সংবাদ

তারিখ 13 DEC 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ কার্যক্রমে নাশকতার আশঙ্কা

• উদ্বেগ প্রকাশ

রাকিব উদ্দিন

নতুন শিক্ষাবর্ষের (২০১৩) বিনামূল্যের পাঠ্যবই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহের কার্যক্রম নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

গতকাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ৯৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ ও মাধ্যমিক স্তরের ৭৯ দশমিক ৪২ শতাংশ বই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হলেও এখন এই কার্যক্রম বাধাগ্রস্তের তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে সরকারবিরোধী একটি রাজনৈতিক দল ও এর বিতর্কিত ছাত্র সংগঠন। তারাই পাঠ্যবইয়ের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে নাশকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে বলে এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'উপজেলা পর্যায়ে নির্বিঘ্নভাবে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। কারণ হরতাল ও অবরোধসহ নানা কারণে সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বই বহনকারী অসংখ্য ট্রাক রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে আটকে আছে।'

তিনি বলেন, 'পাঠ্যবই বহনকারী ট্রাক উপজেলা পর্যায়ে পৌছানোর মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কী না, তা খতিয়ে দেখতে এনসিটিবির পাঁচটি টিম পাঠ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। প্রতি টিমে তিনজন করে সদস্য আছেন।'

এনসিটিবি জানায়, ১ জানুয়ারি দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক স্তরের প্রায় শতভাগ বই উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাকি বই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হবে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, '১ জানুয়ারিতে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ চলছে। আজও (গতকাল) এ নিয়ে মাউশির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করা হয়েছে।'

পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

পাঠ্যবই : সরবরাহ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তিনি বলেন, 'জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই দেশের সব শিক্ষার্থী বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই পাবে।'

প্রাথমিকের বই সরবরাহ

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে প্রায় ২৭ কোটি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা হচ্ছে ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৬২ হাজার ৭১৪ কপি। গতকাল পর্যন্ত প্রাথমিকের ১০ কোটি ৫৫ লাখ ১৩ হাজার ২১২ কপি বই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে। অর্থাৎ সরবরাহকৃত বইয়ের শতকরা হার ৯৮ দশমিক ৫৬ ভাগ।

মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার বই সরবরাহ

মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা স্তরের ইবতেদায়ী ও দাখিলের মোট পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে ১৫ কোটি ৩৯ লাখ ২৬ হাজার ৩৯২ কপি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে ১২ কোটি ২২ লাখ ৪৮ হাজার ৭৫৬ কপি। অর্থাৎ সরবরাহকৃত পাঠ্যবইয়ের শতকরা হার ৭৯ দশমিক ৪২ ভাগ। এসব বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের বই ছাপা হচ্ছে ১১ কোটি ৬১ লাখ ২৯ হাজার ৮১২ কপি। গতকাল পর্যন্ত ৯ কোটি পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ৮৬৬ কপি বই সরবরাহ হয়েছে। এসব বই সরবরাহের গড় হার ৭৮ দশমিক এক শতাংশ। আর ইবতেদায়ীর বই ছাপা হচ্ছে এক কোটি ৭২ লাখ এক হাজার ৪০ কপি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে এক কোটি ৪৮ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৬ কপি। এসব বই সরবরাহের গড় হার ৮৬ দশমিক ১৪ শতাংশ।

এছাড়া দাখিল স্তরের মোট বই ছাপা হচ্ছে দুই কোটি পাঁচ লাখ ৯৫ হাজার ৫৪০ কপি। এর মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে এক কোটি ৬৮ লাখ ৩৮ হাজার ৯১৪ কপি। অর্থাৎ এসব সরবরাহের গড় হার ৮১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, 'পাঠ্যবইকে শিশুদের খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। একটি সুস্থ ও মেধাভিত্তিক জাতি গঠনে বইয়ের কোন বিকল্প নেই। তাই পাঠ্যবই সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে এই কার্যক্রমকে হরতালসহ যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখতে সবার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।' এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে পাঠ্যবই মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়ায় এই কার্যক্রমে যথেষ্ট সফলতা ও গতি এসেছে। কমেছে বই মুদ্রণের ব্যয়ও। বেড়েছে মান। এবার ভারতের তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপার কার্যাদেশ পেয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই শতভাগ বই সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে ভারতের কৃষ্ণা ট্রেডাস তিন কোটি ছয় লাখ ১৯ হাজার ৯৯৩ কপি বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছিল। এছাড়া গবস সোন পেপার লিমিটেড ৩৮ লাখ ৭০ হাজার ৫৩৬ কপি এবং বিকে উদ্যোগ লিমিটেড ১৫ লাখ ৯৪ হাজার ৫৬১ কপি বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পেয়েছিল। অথচ মুদ্রণ শিল্প সমিতিসহ বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তদবিরের মাধ্যমে দেশীয় কিছু অযোগ্য প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ নিয়ে সময়মতো সব বই সরবরাহ করতে পারেনি।